ড. ইউসুফ আল কারযাভী

ইসলাম
আগামীর সভ্যতা

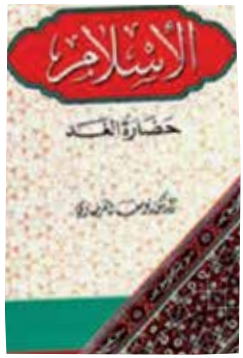

অনুবাদ
প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান

সম্পাদনা
অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ইসলাম আগামীর সভ্যতা

লেখক: ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদক: অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান

সম্পাদক: অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

গ্রন্থস্বত্ব ©

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশক

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

দোকান নং # ৩০২ (তৃতীয় তলা), ৩৮/৩ বাংলাবাজার

(বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট), ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, মে ২০২২, শাওয়াল ১৪৪৩

মূল্য

৩৫০.০০ টাকা

Islam Agamir Shavota *'Al-Islamu Hadaratul Gad'*

Written by Dr. Yusuf al-Qardawi

Translated by Professor Dr. Mahfuzur Rahman

Contacts

Shop No. # 302 (2nd Floor), 38/3 Banglabazar

(Books & Computer Complex Market), Dhaka-1100

Phone (+88) 02-58954256; 01766073321

E-mail: biitpublications@gmail.com

ISBN

978-984-96731-2-5

সূচি

ভূমিকা vii

প্রথম অধ্যায় ১১

বর্তমান সভ্যতার প্রাণশক্তি ও তার ভাবনার বৈশিষ্ট্যাবলি

বর্তমান সভ্যতার প্রাণশক্তি ও তার চিন্তা-ভাবনার বৈশিষ্ট্য ১২

পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলভাবনা ১৩

পাশ্চাত্য চিন্তার পরিচয় ও বিশেষত্ব ১৪

১. আল্লাহর পরিচয়; প্রভুত্ব সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারণা ১৫

২. বস্তুবাদী প্রবণতা ১৬

৩. সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা ২১

৪. দ্বান্দ্বিকতা ২৩

৫. অন্যদের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক সভ্যতার আপদসমূহ এবং মানব জীবনে তার প্রভাব ২৯

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিবাচক প্রভাব ৩০

বর্তমান সভ্যতার আপদ ও কুপ্রভাব ৩২

নৈতিক অবক্ষয় ৩৩

অশনিসঙ্কেত বহনকারী এক ভয়ঙ্কর রিপোর্ট ৩৫

কায়রোর জনসংখ্যা উন্নয়ন সম্মেলনের ঘোষণাপত্র

সভ্যতা অরক্ষিত হবার বাস্তব প্রমাণ ৩৮

পরিবার ব্যবস্থার ভাঙন ৪৪

আমেরিকার পরিবারগুলো ধীরে ধীরে রসাতলে যাচ্ছে ৪৯

কিছু পুরুষ তাদের তালাক দেয়া স্ত্রীদের ওপর নির্ভরশীল

হয়ে জীবনযাপন করছে ৫০

ভাড়ায় পাওয়া মায়েরা ৫৬

সন্তান জন্মদানের চিন্তা থেকে পলায়ন ৫৯

বিয়ে বিমুখী চিন্তার প্রসার ৬১

সমলিঙ্গের মানুষ দ্বারা গড়ে ওঠা পরিবার ৬৩
একক সদস্য দ্বারা গড়ে ওঠা পরিবার ৬৬
মানসিক অস্থিরতা ৬৮
হলিউডের উন্মত্তরা ৬৯
বস্তুবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন ৭২
ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা ও জনবিচ্ছিন্ন জীবনযাপন ৭৭
কিশোরদের আত্মহত্যা ৭৯
বুদ্ধিবৃত্তির বিভ্রাট ৮৪
অপরাধ ও ভয়ভীতি ৮৬
আমেরিকা ভয়ভীতি উৎকণ্ঠা নিয়ে বসবাস করে ৮৭
অপরাধ কেন? ৯০
এক স্বাধীন লেখকের সত্যভাষণ ৯২

তৃতীয় অধ্যায়
পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী ও সুশীলসমাজ সতর্কঘণ্টা বাজাচ্ছে ৯৫
আমাদের এ যুগে ইমানের বাণী ক্ষীণ হয়ে পড়ছে ৯৬
বস্তুবাদের ক্ষতির ব্যাপারে সতর্কঘণ্টা বেজে উঠছে ৯৬
সকলেই বস্তুবাদের ক্ষতিকর ঝুঁকির কথা অনুভব করছে ৯৭
বিজ্ঞানীদের সতর্কবাণী ৯৭
'অ্যালেক্সিস কারিল'- এর সমালোচনা ৯৭
রেনে দুবোস-এর সমালোচনা ১০১
'হেনরী লিংক'- এর বক্তব্য ১০৫
জন ডিউই- এর সতর্কবাণী ১০৬
'টয়েনবি'- এর সতর্কবাণী ১০৬
রোজার গারোদীর সতর্কবাণী ১০৭
সাহিত্যিকদের সতর্কবাণী ১১৩
রাজনীতিকদের সতর্কবাণী ১১৬

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব যে ধরনের সভ্যতা কামনা করে ১১৯
কুরআনের দৃষ্টিতে বস্তুগত সভ্যতাসমূহ ১২০
বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ধ্বংস হবার কারণ ১২৭
এ রোগের চিকিৎসা কি? আর ডাক্তারইবা কোথায়? ১৩২
তাহলে মুক্তির উপায় কি? ১৩৩
বিজ্ঞান ও দর্শন সমাধান বের করতে ব্যর্থ ১৪২
মার্কসবাদ ওষুধ নয় রোগ ১৪৪
মানবসৃষ্ট মতাদর্শসমূহের (Ideology) অক্ষমতা ১৪৬
ধর্মই একমাত্র আশার আলোকবর্তিকা ১৪৯
খ্রিষ্টান ধর্ম উদ্ধারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে ব্যর্থ ১৪৯
ইহুদি ধর্ম আরো বেশি অপারগ বা অক্ষম ১৫৩
বিশ্ব যে ধরনের সভ্যতা কামনা করে তা একমাত্র ইসলামেই পরিস্ফুট হয় ১৫৪
ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিপূর্ণ সভ্যতা ১৫৫
ইসলামে বিজ্ঞান ও ইমানের পরিপূর্ণতা ১৫৯
ইমানবিহীন জ্ঞানবিজ্ঞান অর্থহীন ১৬৪
মানব জীবনে ইমানের গুরুত্ব ১৬৭
ইমান নবায়নের জন্য কাজ করতে হবে ১৬৮
ইসলাম যে মানের মানুষ তৈরি করতে চায় তার বৈশিষ্ট্য ১৭৬
পরিবার ও সমাজের মানুষ ১৮২
ইসলাম যে সমাজ গঠন করতে চায় ১৮৮
ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা ১৮৯
পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও দয়াশীলতা ১৯০
পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ১৯০
তাকাফুল ও পরস্পরের দায়ভার গ্রহণ ১৯১
পরস্পরকে অসিয়ত ও নসিহত করা ১৯২
পবিত্রতা অবলম্বন ও উন্নত চরিত্র গঠন ১৯৩

ন্যায়পরায়ণতা	১৯৪
উন্নত ও অগ্রসর সমাজ	১৯৪
জীবনের লক্ষ্যের সাথে উন্নতির সম্পর্ক	১৯৫
মানব জীবনের আসল লক্ষ্য	১৯৬
আল্লাহর ইবাদত করা	১৯৬
আল্লাহর জমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা	১৯৭
পৃথিবী আবাদ করা	২০০
সর্বোত্তম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন	২০১
পরিপূর্ণ উন্নতি	২০৪
ইসলাম উম্মাহর আচরণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়	২০৫
দু'টি শর্ত অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে	২০৭
পাশ্চাত্যের ইসলামের পথে আমার প্রতিবন্ধকতা	২১৩
পাশ্চাত্যের আত্ম-অহংকার	২১৩
ক্রুসেডসুলভ মানসিকতা	২১৪
ইসলামভীতি বা ইসলামোফোবিয়া	২১৮
ইহুদি ষড়যন্ত্র	২১৯
ন্যায়পরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের মাঝে আশাবাদ	২২০
মুসলমানদের দুর্বলতা	২২২
ইসলামি জাগরণের প্রত্যাশা	২২৩

ভূমিকা

হে আমাদের রব সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, যা তোমার সত্তা ও তোমার মহান ক্ষমতার উপযোগী। দরুদ ও সালাম তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তোমার শেষ নবি ও রাসুল, আমাদের সরদার, আমাদের ইমাম, আমাদের আদর্শ, মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর; এবং তাঁর পরিবার, সাহাবি ও যারা তাঁর পথে চলে তাঁদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।

বিশ্ববাসী বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা সভ্যতা প্রত্যক্ষ করেছে। যেসব সভ্যতা কিছুকাল চাকচিক্যময় হয়ে উঠেছিল আবার বিলীন হয়ে গেছে, উদিত হয়েছিল আবার অস্ত গেছে, কিছুকাল সামনে এগিয়ে গিয়েছিল তারপর আবার পশ্চাতে ফিরে গেছে। তার কিছু ছিল প্রাচ্যে আর কিছু ছিল পাশ্চাত্যে। এর কোনোটি অন্তর্ভুক্ত করেছিল একটি বা দুটি অঞ্চলকে, কোনোটি অন্তর্ভুক্ত করেছিল বহু অঞ্চলকে। এক শতাব্দী বা দুই শতাব্দী এবং কোনোটি স্থায়ী হয়েছিল বহু শতাব্দীও বহু যুগ।

তবে পৃথিবী আজকের এই বিদ্যমান সভ্যতার মতো অন্য কোনো সভ্যতা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। এই সভ্যতার পরিধি এত বিস্তৃত যে, গোটা পৃথিবীকে তা প্রভাবিত করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়কে প্রভাবিত করেছে। শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ সবকে প্রভাবিত করেছে। এ কারণেই এই সভ্যতাকে বলা হচ্ছে 'বিশ্ব সভ্যতা'। যদিও পাশ্চত্যই হচ্ছে তার পিতা এবং উদ্ভাবক।

তেমনিভাবে এ সভ্যতা মানুষকে এমন সব ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণের মালিক বানিয়েছে, যা ইতঃপূর্বের কোনো সভ্যতা কখনো বানায়নি। আরাম-আয়েশের এমন সব উপায়-উপকরণ যোগান দিয়েছে, যা মানব ইতিহাসের দীর্ঘদিনে কখনো অন্য কোনো সভ্যতা দেয়নি। বরং মানুষ সে সম্পর্কে শুনেনি, দেখেনি, কল্পনাও করতে পারেনি।

এই বিরাট সামর্থ্য ও ক্ষমতা সত্ত্বেও এ সভ্যতা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি গুরুত্বারোপ করেনি। মানুষের সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের হেফাজতও করেনি, মানুষের ভবিষ্যৎ, মানুষের পরিণাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে স্বয়ং সভ্যতার জ্ঞান, সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সভ্যতা এবং এর উদ্ভাবকদের জন্য যেন কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী প্রযোজ্য হতে শুরু করেছে।

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢٤ ﴾ [يونس: ٢٤]

'অবশেষে জমিন যখন সুশোভিত ও সুসজ্জিত হলো এবং তার অধিবাসীরা মনে করতে থাকল যে, জমিনে উৎপন্ন ফসল করায়ত্ত

> করতে তারা সক্ষম হবে, তখন তাতে অকস্মাৎ রাতে কিংবা দিনে আমার আদেশ চলে এলো। অতঃপর আমি সেগুলোকে কর্তিত ফসলের শুকনো খড়ের মতো করে দিলাম। মনে হয় গতকালও এখানে কিছু ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।' (সুরা ইউনুস: ২৪)

এ সভ্যতার বড় ত্রুটি হলো এ সভ্যতা আল্লাহবিমুখ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহকে শাসনক্ষমতা হতে উৎখাত করেছে এবং এমন কর্মকাণ্ড শুরু করেছে যেন সেই এ বিশ্বের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। যা কিছু বস্তুগত তাকে মর্যাদা দিচ্ছে আর যা কিছু আধ্যাত্মিক তাকে অবদস্থ করছে। এ সভ্যতা মনে করছে পণ্য ও সেবা বেশি বেশি উৎপাদন করতে পারা এবং প্রবৃত্তিকে বেশি বেশি তৃপ্ত করতে পারাই উন্নতি। তা তার মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হলেও। সতুরাং তাতে বিস্ময়ের কিছুনেই যে তার আত্মা জীর্ণশীর্ণ হবে, যদিও দেহ মোটা হয়; তার আলো নিভেযাবে যদিও আগুন অবশিষ্ট থাকে। ফলে এখন দুনিয়া হয়ে পড়েছে ধর্মহীন। জ্ঞান হয়ে পড়েছে ইমানহীন। আর অবয়ব হয়ে পড়েছে আত্মাহীন।

সন্দেহ নেই এ হুকুম অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সর্বত্র বিরাজিত। তবে এর মধ্যে কিছু ভালো বীজও রয়েছে এবং এখানে-সেখানে কিছু হেদায়াতের আলোকবর্তিকাও রয়েছে, যা আল্লাহর সৃষ্টি জগতে আল্লাহর চিরাচরিত সুন্নাত বা নিয়ম হিসেবেই রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই এ সভ্যতার পতন বিলম্বিত হচ্ছে। তবে হুকুম হয় অধিকাংশের ওপর ভিত্তি করে এবং অধিকাংশই সামগ্রিকের হুকুম লাভ করে। যেমনটি বলে এসেছেন আমাদের অতীতের ফকিহগণ।

এ কারণেই এখন নিষ্ঠাবান চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক লোকেরা আশঙ্কা করছেন যে, এ সভ্যতার ক্ষেত্রেও সেই অবস্থাই ঘটতে পারে, যা অতীতের অন্যান্য সভ্যাতার ক্ষেত্রে ঘটেছে। এর ওপরও আল্লাহর সেই অমোঘ বিধান কার্যত হতে পারে, যা কখনো এদিক-সেদিক হয় না।

এ সভ্যতার ব্যাপারে তার ধারক-বাহক এবং নিষ্ঠাবান সমালোচকগণ যেমন শঙ্কিত ঠিক তেমনি আমরা মুসলমানরাও শঙ্কিত। কারণ তাতে যেসব ভালো দিক আছে তা দ্বারা সকলেই উপকৃত হতে পারছে। আর যা মন্দ তা সবার জন্য বিপজ্জনক। আমরা এর ভালো দিকগুলো টিকিয়ে রাখা আর মন্দ দিকগুলো পরিহার করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

আর তা মুসলমানরা বিশ্ববাসীর জন্য সভ্যতার যে স্বর্গীয়বার্তা নিয়ে এসেছেন তার মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। সে স্বর্গীয়বার্তা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত, মানবিক,

নৈতিক, ভারসাম্যপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ। এই স্বর্গীয়বার্তা মানুষকে উপকারী জ্ঞান, সত্য ইমান, সৎকর্ম ও পরস্পরকে হক ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবী আবাদ করার জন্য তৈরি করে।

আমরা বর্তমান এই সভ্যতাকে ধ্বংস করতে চাই না, কারণ তা এমনিতেই সকলের মাথার ওপর ধসে পড়বে। আমরা তাকে তার নিজের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করতে চাই। তাকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাতে চাই। তাকে এবং তার সাথে গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাই।

তাকে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার বিকল্প উপায় একমাত্র আমাদের হাতেই আছে। সেই উপায়টি হলো ইসলাম। যে ইসলাম দিয়ে আল্লাহ তাঁর সকল রাসুলকে প্রেরণ করেছেন। যে ইসলাম নিয়ে তাঁর সকল কিতাব নাজিল করেছেন। যে ইসলামকে তিনি সকল মানব জাতির জন্য জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। আর তা তখনই হবে যখন আমরা তা সঠিকভাবে বুঝতে পারব, আর সে মতে আমল করতে পারব, তার দিকে সঠিকভাবে দাওয়াত দিতে পারব এবং তাকে গোটা মানব জাতির জন্য একটি দেখার মতো আদর্শ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করতে পারব। শুধু কথার ফুলঝুরিতে নয় বরং কাজ-কারবারেও তা প্রমাণ করতে পারব। আর তা করতে পারলে আমরা সেই উম্মাহ হতে পারব যাদের কথা আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন,

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٣٤١]

‘আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও’। (সুরা আল বাকারা: ১৪৩)

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا ١٠ ﴾ [الكهف: ١٠]

‘হে আমদের রব, আমাদের আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন’। (সুরা আল কাহাফ: ১০]...১

দোহা, জিলক্বাদ ১৪১৩, হি: মে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ
ড. ইউসুফ আল কারযাভী

১ এ গ্রন্থের মূল হলো একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি জর্দানের রাজকীয় ইসলামি সভ্যতা শীর্ষক গবেষণা পরিষদে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আম্মানে অনুষ্ঠিত নবম অধিবেশনে পাঠ করা হয়। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি তখন আমি আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বাদ দিয়েছিলাম। এখন সেটি পুনরায় আলোচনাকে পরিপূর্ণ করার জন্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তেমনিভাবে কোনো কোনো স্থানে নতুন কিছু প্যারাও সংযোজন করা হয়েছে; যাতে আলোচনাটা পূর্ণতা লাভ করে। বিশেষত ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আদিবাসী সম্মেলনের পর।